45

তারিখ 29 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

দৈনিক বাংলা

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংকট

মোটামুটি মানসম্পন্ন প্রতিটি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংকট আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাধারণ চিত্র। জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করার পর এই প্রতিষ্ঠানটিও যথারীতি ভর্তি সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছে। দৈনিক বাংলার রিপোর্টে বলা হয়েছে, এ বছর জগন্নাথ ভার্সিটির প্রথম বর্ষ অনার্স কোর্সে পাঁচ হাজার আসনের জন্য এক লক্ষ পাঁচ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছে। অর্থাৎ আসনসংখ্যার চেয়ে এক লক্ষ আবেদন বেশী এসেছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিয়ে জটিলতার বিষয়টা আমাদের কাছে নতুন নয়। তাই আমরা এ খবরে বিস্মিত হয়েছি একথা বলা যাবে না। তবে সমস্যা সমাধান না হলেও সেদিকে কিছুটা অগ্রগতি হলে আমরা আশান্বিত হই। কিন্তু সমস্যা জটিলতর হচ্ছে এটাই উদ্বেগের বিষয়। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ভর্তির ক্ষেত্রে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছর যত ছাত্রছাত্রী এসেছিল এবার তার দ্বিগুণ এসেছে। অর্থাৎ দ্বিগুণ ফরম বিক্রি হয়েছে। কিন্তু সিটের সংখ্যা একই আছে। ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার ঘটনাকে আমরা ইতিবাচক লক্ষণ বলেই ধরতে চাই। দেশে শিক্ষা সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যাপক মানুষ শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার প্রতিও মানুষের আকর্ষণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটা উন্নয়নশীল সমাজ এবং অর্থনীতির জন্য এ অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনা। উন্নয়নশীলতার ধারায় শিক্ষার বিকাশ ঘটবেই। তবে পরিপূর্ণ বিকাশের পথে বিঘ্ন ঘটলে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবার আশংকা থাকতে পারে। আমাদের দেশে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষার প্রতি যে আকর্ষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা থেকে এই সমাজ এবং জাতি লাভবান হবে তখনই যখন শিক্ষা বিকাশের জন্য পরিপূর্ণ আয়োজনও থাকবে। বর্তমান সরকার শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে একথা আমরা জানি। তবে শিক্ষা বিষয়ক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব সরকারী এবং বেসরকারী উভয় খাতই বহন করে। দেশে অধিকসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলে নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ কমতে পারে। দেশে বেসরকারী উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাধা নেই তো।

একথা সত্যি যে শিক্ষার্থীদের আবেদনপত্রের হিসাবে জটিলতা আছে। এক-একজন ছাত্রছাত্রী একাধিক বিষয়ের জন্য আবেদন করে। আবার অন্য প্রতিষ্ঠানেও তারা আবেদন করে। চান্স পেলে অনেকে অন্যত্র চলে যায়। তখন হয়ত সিট খালি পড়ে থাকে। তাদেরও দোষ দেয়া যায় না। কারণ ভর্তি নিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সেখানে কেউ ঝুঁকি নিতে সাহস পায় না। এ সমস্যা সমাধানের পথ বোধহয় একটাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সিটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। দেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ বেশ কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চেষ্টা করেও ভর্তি হতে না পেরে যারা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যায় তাদের জন্য আরও কিছু করা যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।